তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৫

**আওয়ামী লীগই সবসময় দুর্গত মানুষের পাশে থাকে, বিএনপি থাকে না**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

পঞ্চগড়, ১৭ আশ্বিন (৩ অক্টোবর ) :

পঞ্চগড়ের নৌকাডুবিতে স্বজনহারা মানুষদের সহায়তাদানকালে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগই সবসময় দুর্গত মানুষের পাশে থাকে, বিএনপি থাকে না, বরং তারা মানুষের মৃত্যু, দুর্যোগ, দুর্বিপাক নিয়ে উপহাস করে।

আজ পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে সেখানে ২৫ সেপ্টেম্বর করতোয়া নদীতে নৌকাডুবিতে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের মাঝে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তা বিতরণে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির 'শোকাহত পঞ্চগড়' শিরোনামের এ ত্রাণ-সহায়তা বিতরণে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন রেলপথমন্ত্রী ও পঞ্চগড় জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।

স্বজনহারা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে ড. হাছান বলেন, 'আজকে দল হিসেবে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। কিন্তু দেশে একটি বিরোধী দল আছে, রাজপথের বিরোধী দল। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের বাড়ি উত্তরবঙ্গে, পাশের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে, আসতে যেতে লাগে এক বা দেড় ঘণ্টা। ফখরুল সাহেব কিন্তু এখনো আসেননি। আমরা যাওয়ার পর উনি আসবেন আমি জানি। কারণ আওয়ামী লীগ চলে এসেছে, বিএনপিকে তো আসতে হবে। উনি না এসে ঢাকায় বসে নানা ধরনের কথা বলেছেন, এরা এগুলোই করেন, দুর্গতের পাশে থাকেন না।'

মন্ত্রী বলেন, 'আমি চট্টগ্রামের মানুষ, নদী এবং সমুদ্রপাড়ের মানুষ। ১৯৯১ সালের  প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ের দু’একদিন পরে পার্লামেন্টে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সংসদে তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন যে, কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া সে দিন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতো বলেছিলেন যত মানুষ মরার কথা ছিল অতো মানুষ মরে নাই। তখন জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, কতো মানুষ মরলে ততো মানুষ হতো আপনি বলেন। এর কোনো জবাব ছিল না, অর্থাৎ তারা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায় না। তারা মানুষের মৃত্যু, দুর্যোগ, দুর্বিপাক নিয়ে উপহাস করে।'

'এখানেই খালেদা জিয়ার সাথে শেখ হাসিনার পার্থক্য, বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের পার্থক্য' উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'আওয়ামী লীগ শুধু কথা বলে না, মানুষের পাশে থাকে, মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সেই কারণেই আমরা এসেছি, আমাদের দলের নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়া দূরে থাক, তাদের দেখাও যায়নি।'

'কিন্তু ভোট আসলে তারা আসবে, বলবে পরীক্ষার খাতায় কি কি ভুল হয়েছে' বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওদের পরীক্ষার খাতা তো সাদা। পরীক্ষাই দেয় নাই। আমরা তো লিখছি। আমরা ১৪ বছর ধরে লিখছি, আরো এক বছর লিখবো। লিখলে তো টুকটাক ভুল হবে। ওরা আসবে পরীক্ষার খাতায় কি ভুল হয়েছে সেটি দেখিয়ে দেয়ার জন্য। তখন তাদেরকে বলবেন, এতদিন আপনাদেরকে দেখি নাই কেনো, আপনারা শীতের পাখি এসেছেন সাইবেরিয়া, হিমালয় থেকে, ওখানেই চলে যান।'

-২-

মন্ত্রী জানান, ‘প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফরে থেকেও আপনাদের নেতা সুজন ভাইকে, ত্রাণমন্ত্রীকে, ধর্মমন্ত্রীকে ফোন করেছেন, দলকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে সবাই ছুঁটে এসেছেন। প্রত্যেক নিহতের ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জেলা প্রশাসন থেকে ২০ হাজার, ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে ২৫ হাজার, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৫০ হাজার করে টাকা দেয়া হয়েছে। সুজন ভাই উকিল মানুষ এরপরও তিনি প্রত্যেককে ৫ হাজার ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে প্রকৃতপক্ষে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।’

মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ তার বক্তৃতার শুরুতেই নৌকাডুবিতে মৃত্যুবরণকারীদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের   শোক কাটিয়ে ওঠার শক্তির জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা জানান এবং বলেন, 'এই ঘটনার পরপর আমাদের দলের অত্র এলাকার সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সরকারের পুলিশ বাহিনী, উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, ফায়ার বিগ্রেড, ডুবুরিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এখনো যে তিনজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যারা এই উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে ডুবুরিরা, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবসময় আপনাদের পাশে আছেন এবং থাকবেন। আমাদের দল সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে।'

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোদা উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান সুজা, সাধারণ সম্পাদক ফারুক আলম, মাড়েয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আবু আনছার রেজাউল করিম শামীম ও সাধারণ সম্পাদক সুশীল বর্মণ এবং শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট সুকুমার চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এ দিন দুপুর পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরিরা ৬৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৪

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রীতির বাংলাদেশ তৈরি করতে চান**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ব‍্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ‍্য দিয়ে সারা দেশে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বর্ণিলভাবে সেজে গেছে। গ্রাম ও শহরের মানুষ পূজার সাথে মিশে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ তৈরি করতে চান। অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে দৃঢ়তা ও সাহস-সেজন‍্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করেছিলেন এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি জাতিসত্তা সৃষ্টি করেছিলেন। যেই জাতিসত্তা সৃষ্টির সঙ্গে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ যুক্ত ছিল। তারা রক্ত দিয়ে এই বাংলাদেশের নাম লিখিয়েছে।

আজ রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গণে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি আয়োজিত দুঃস্থদের মধ‍্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের ৭২ এর সংবিধান রয়েছে, এ সংবিধান সম্প্রীতির কথা বলে। যে সম্প্রীতি নিয়ে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। এর পরে বাংলাদেশের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে গেছে। অসাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা গর্ব করে বলতে পারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রীতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বর্ণিল আলোকে আলোকিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীতে প্রশংসিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের রোল মডেল তার একমাত্র কারণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করেন। তিনি কোনো বিভাজন করতে চান না। তিনি কোনো বিভক্তি চান না। বাংলাদেশে ৩২ হাজারের ওপরে পূজামণ্ডপে পূজা হচ্ছে। এত আনন্দ, এত বর্ণিল, এত উচ্ছ্বাস এটা শুধু হয়েছে সম্প্রীতির কারণে। আমরা বিভাজন নয়, বিভক্তি নয়, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেভাবে দেশ স্বাধীন করেছি, সেভাবেই চলব।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি মনীন্দ্র কুমার নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ‍্যালয়ের সিনেট সদস‍্য অধ‍্যাপক চন্দ্র নাথ পোদ্দার, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৩

**সরকারি শিল্প কারখানা যেন উৎপাদনশীলতার মডেল হয়**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের সরকারি কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা খুব সীমিত। বেশ পুরনো। কিন্তু এসব কারখানা এমন হওয়া দরকার যেন সেগুলো নিজ নিজ খাতে উৎপাদনশীলতার মডেল হয়ে ওঠে। সেটি না হয়ে যদি উল্টো কম উৎপাদনশীলতার বা খারাপের মডেল হয়ে ওঠে, তাহলে তা খুব দুঃখজনক। সেজন্য সরকারি শিল্পকারখানাগুলোকে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করতে হবে।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে না পারলে শিল্পকারখানা লাভজনক হবে না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, একটি সমন্বিত স্টাডি করে দেখা দরকার সরকারি শিল্পকারখানার কোনটির উৎপাদনশীলতা ভালো, কোনটির কম। জাতির সামনে সে স্টাডি তুলে ধরতে হবে। একইসাথে, বেসরকারি শিল্পকারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও জোর দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে আগে উৎপাদনশীলতা কম ছিল। উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এখন বেড়েছে। আগে এক বিঘা জমিতে ৪-৫ মণ ধান হতো, এখন সেটা ১৭-১৮ মণ হয়েছে। এই উৎপাদনশীলতা বাড়ার ফলেই প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাবার যোগান সম্ভব হচ্ছে। তবে উৎপাদনশীলতা আরো বাড়ানো সম্ভব। আমাদের বিজ্ঞানীরা এমন জাত যেমন ব্রিধান ৮৯, ৯২ উদ্ভাবন করেছে যার ফলন বিঘাতে ৩০ মণের বেশি। এগুলো সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের গাভিগুলো আগে ৫ লিটার দুধ দিতো। এখন উন্নত জাতের কারণে ২৮-৩০ লিটারও দুধ দিচ্ছে। কিন্তু ইউরোপে আরো ভালো জাত ও লালনপালনের প্রযুক্তি রয়েছে। সেখানে ৬০ লিটারও দুধ দেয়। সেগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি এসেছে। কিন্তু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আমরা সে সুবিধাগুলো কতোটা কাজে লাগাতে পারছি, সেটা মূল্যায়নের সময় এসেছে। এসডিজিতে আমাদের উৎপাদনশীলতার টার্গেট দ্বিগুণ করার কথা। সেটা একটি খুব বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে সেটা অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, আবার প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে। অনেক চাষি ধান উৎপাদনে সার, কীটনাশক ও সেচের প্রয়োজনীয়তা ঠিক রাখতে পারছেনা। কেউ বেশি দিচ্ছে, আবার কেউ কম। এতে একদিকে খরচও বাড়ছে, অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন হচ্ছে না। সেজন্য, এসব উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাত্রা শিখতে হবে ও সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান এখন ৩৭ শতাংশ। যা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা ও এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন এনপিওর মহাপরিচালক মোঃ মেসবাহুল আলম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এটুআইর হেড অভ্ টেকনোলজি ফারুক আহমেদ জুয়েল।

#

কামরুল/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭২৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৬৯ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৬ হাজার ১০৭ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯১

**বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

 গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

 আজ গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। পরে ফাতেহাপাঠ ও বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন তিনি।

 পরে মন্ত্রী পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

 এ সময় গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মুরাদ কবীর, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রাসেলসহ কালিয়াকৈর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শামীম/২০২২/১৫০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯০

**বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে**

**বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন-এর শোক**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের সাবেক মহাপরিচালক, একুশে পদক প্রাপ্ত প্রথিতযশা সাংবাদিক এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি
মো. জসীম উদ্দিন ও মহাসচিব প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আজ এক শোকবার্তায় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/আসমা/২০২২/১৫০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৯

আগামীকাল বিশ্ব বসতি দিবস

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া স্ক্রল**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

৩ অক্টোবর ‘বিশ্ব বসতি ‍দিবস’। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- **‘বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকার করি, সবার জন্য টেকসই নগর গড়ি।’ শেখ হাসিনার অঙ্গীকার, সবার জন্য বাসস্থান।** **বিল্ডিং কোড অনুসরণ করি, নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করি।-গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।**

#

মাহবুবুর/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/শামীম/২০২২/১৪৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৮

মেট্রোরেল প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্র

**ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রলের জন্য**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

মেট্রোরেল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে উত্তরা দিয়াবাড়ীতে অবস্থিত ‘মেট্রোরেল প্রদর্শনী ও তথ্য কেন্দ্র’ সোমবার থেকে শনিবার পরিদর্শন করুন। বিস্তারিত-www.dmtcl.gov.bd।

#

শামছুর/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/আসমা/২০২২/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৭

**ক্যাশলেস ই-নামজারি ব্যবস্থায় ভূমিসেবা গ্রাহকদের ইতিবাচক সাড়া**

**প্রথম ৩৯ ঘণ্টায় অনলাইনে ফি বাবদ সরকারের ৭৭ লাখ টাকা আদায়**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

ক্যাশলেস ই-নামজারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর আজ ৬ হাজার ২০০টির বেশি অটোমেটেড কিউআরকোড সমৃদ্ধ ডিসিআর সংগ্রহ করেছেন ভূমিসেবা গ্রাহকরা। নামজারি মামলা/আবেদন মঞ্জুর হলে ডিসিআর ফি জমা দিয়ে তারা ডিসিআর সংগ্রহ করেন। এই ফি বাবদ প্রায় ৬৯ লাখ টাকা অনলাইনে মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন ভূমিসেবা গ্রাহকরা। একইভাবে, একই সময়ে, সাড়ে ১১ হাজারের অধিক নতুন ই-নামজারি আবেদন জমা হয়েছে। আবেদন ফি বাবদ প্রায় ৮ লাখ টাকা একইভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। বিভিন্ন ই-নামজারি ফি বাবদ এই সময় ৭৭ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বরের পর ম্যানুয়াল/নগদ তথা ক্যাশে কোনো ধরনের নামজারি ফি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গতকাল সরকারি ছুটির দিন ১ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়, তবে আজ ছিল ক্যাশলেস ই-নামজারি বাস্তবায়নের প্রথম কার্যদিবস।

ই-নামজারি ব্যবস্থা ক্যাশলেস হবার কারণে নামজারি সংশ্লিষ্ট কাজে ভূমিসেবা গ্রাহকের সময়, খরচ এবং ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ফলে আশা করা যাচ্ছে এই সংক্রান্ত ভোগান্তিও আরো অনেকাংশে কমে আসবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নামজারি সেবা গ্রহণের বেশ কয়েকটি ধাপ এখন সরকারি কার্যদিবস এবং কর্মঘণ্টার ওপর নির্ভরশীল নয়। নাগরিক যেকোনো সময়, এমনকি সরকারি ছুটির দিন নিজ সুবিধাজনক সময় আবেদন করতে পারছেন এবং ফি জমা দিতে পারছেন। ‘হিউম্যান-টু-হিউম্যান কন্টাক্ট’ কমে যাবার কারণে অসাধু ব্যক্তিদের অপতৎপরতার সুযোগ কমে এসেছে। এছাড়া, অনলাইনে শুনানির আবেদন গৃহীত হয়ে যাদের শুনানিও অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের নামজারি মামলার শুনানির সময়ও ভূমি অফিসে যেতে হয় না। উল্লেখ্য, নামজারি আরো সহজ করতে দলিল মূলে নামজারি ব্যবস্থা স্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

ব্যক্তি আবেদনে বা এলটি নোটিশ প্রাপ্তির পর সাধারণ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৮ কার্যদিবস, প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য মহানগরীর জন্য ৯ কার্যদিবস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ১২ কার্যদিবস এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলার বিনিয়োগবান্ধব শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও সাধারণ ক্ষেত্রে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জমির নামজারি সেবা পাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, বছরে নামজারি আবেদনের সংখ্যা ক্ষেত্রভেদে গড়ে ২২ থেকে ২৫ লাখের মধ্যে হয়ে থাকে।

কোর্ট ফি ২০ টাকা এবং নোটিশ জারি ফি ৫০ টাকা একত্রে ই-নামজারি আবেদনের শুরুতে প্রদান করতে হয় বলে এই দুটি ফি একত্রে ই-নামজারি আবেদন ফি নামে পরিচিত। এছাড়া নামজারি আবেদন মঞ্জুর হলে রেকর্ড সংশোধন ফি ১ হাজার টাকা এবং ও খতিয়ান সরবরাহ ফি ১ শত টাকা দিয়ে ডিসিআর সংগ্রহ করতে হয় বলে এই পরবর্তী দুটি ফি ডিসিআর ফি নামেও পরিচিত। এই চার ধরণের ফি প্রদানে নামজারির জন্য মোট প্রকৃত খরচ ১ হাজার ১ শত ৭০ টাকা। এসকল ফি এখন থেকে অনলাইনে মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই পরিশোধ করতে হবে; কোনোভাবেই ম্যানুয়ালি তথা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যাবেনা।

অনলাইনে জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোতে ([www.land.gov.bd](http://www.land.gov.bd/)) গিয়ে ই-নামজারি ট্যাবে ক্লিক করে ই-নামজারি সিস্টেম থেকে ই-নামজারি আবেদন সংশ্লিষ্ট তথ্য জানা যাবে। এছাড়া, ভূমি বিষয়ক সকল তথ্য জানতে, ভূমিসেবা পেতে কিংবা অভিযোগ জানাতে ‘নাগরিক ভূমিসেবা ২৪/৭’-এর হেল্পলাইন ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২) নম্বরে কল করতে হবে, কিংবা, ভূমিসেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ([www.facebook.com/land.gov.bd](http://www.facebook.com/land.gov.bd)) কমেন্ট কিংবা মেসেজ (বার্তা) প্রেরণ করতে হবে।

#

নাহিয়ান/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৬

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন ড. নাহিদ রশীদ**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন ড. নাহিদ রশীদ। গত বৃহস্পতিবার তিনি এ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। আজ ড. নাহিদ রশীদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নিজ দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করেছেন।

এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক (সচিব) ড. নাহিদ রশীদকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বদলি করা হয়।

উল্লেখ্য, ড. নাহিদ রশীদ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের সদস্য।

#

ইফতেখার/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭০৫ ঘণ্টা

 **আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৫

**বিশ্ব বসতি দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩ অক্টোবর ‘ বিশ্ব বসতি' দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব বসতি দিবস’ পালনের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Mind the Gap. Leave No One and Place Behind’ তথা ‘বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকার করি, সবার জন্য টেকসই নগর গড়ি’ – বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যাতে দেশের সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং একইসঙ্গে নগর ও গ্রামাঞ্চলের সুষম উন্নয়ন হয়। তাঁর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গৃহীত কার্যক্রমের ধারবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে সার্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ তারই বাস্তবমুখী বহিঃপ্রকাশ। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চারের জন্য আমরা বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছি, যা দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহকে দেশের উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করবে। নিজস্ব অর্থায়নে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু তৈরি করেছে। দেশের নগর অঞ্চলে জনসাধারণের আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এছাড়া, মুজিববর্ষে আমাদের সরকার ১,৮৫,১২৯টি ভূমিহীন পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে।

কোভিড-১৯ বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে মন্থর করে দিলেও আওয়ামী লীগ সরকার এ অতিমারী মোকাবিলায় অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছে, যা আজ বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত রুপে প্রতিষ্ঠিত। দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোককে কোভিড ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনা হয়েছে, পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বৈশ্বিক জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠত করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পরিবেশবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা এবং এর জন্য গৃহীত কর্মসূচি জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক সংঘাতের ফলে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আমাদের সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তা সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় দেশে সুপরিকল্পিত নগরায়নসহ সুষম ও সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবো- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২২’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মাহমুদা/শামীম/২০২২/১০৫৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৪

নামজারির ডিসিআর ফি বাধ্যতামূলক

**ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রলের জন্য**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

নামজারির ডিসিআর ফি ১,১০০/- টাকা অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে ভূমিসেবা হেল্পলাইন ১৬১২২ নম্বরে কল করুন– ভূমি মন্ত্রণালয়।

#

নাহিয়ান/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮৩

**তরুণ প্রজন্মকে পঞ্চম শিল্প বিল্পবে নেতৃত্ত্ব দিতে হবে**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আজকের তরুণ প্রজন্মকে পঞ্চম শিল্প বিল্পবে নেতৃত্ত্ব দিতে হবে। এজন্য তাদেরকে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম খুবই মেধাবী। তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের মহাসড়ক ফাইভ-জি যুগে আমরা প্রবেশ করেছি।

গতকাল রাতে ঢাকায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) স্টুডেন্টস ফোরাম আয়োজিত বাংলাদেশে নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আগামী সামনের দিনে মেশিন লার্নিং, রোবট কিংবা এআইসহ ডিজিটাল প্রযুক্তি কেবল ব্যবহারই করবে না, উৎপাদন করবে এবং রপ্তানিও করবে। তিনি বলেন, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর অপারেশন কাজ আমাদের সন্তানরাই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। উৎক্ষেপণের পর এক মিনিটের জন্যও সমস্যা হয়নি। আমরা অতীতে তিনটি শিল্প বিপ্লব মিস করেছি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির হাত ধরে বাংলাদেশ অগ্রগতির প্রতিটি সূচকে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করে বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টিান্ত স্থাপন করেছে।

সাত বছর আগে যে অভিযাত্রা বেসিস শুরু করেছিলো তা আজ আমাদের সন্তানদের প্রতিভা বিকাশের একটি বড় প্লাটফর্মে রূপান্তর লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা আয়োজিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা বিশ্বের ৩১৩টি শহরে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে এবার এক কোটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত করার পাশাপাশি দুই লাখ শিক্ষার্থীদের সরাসরি ও প্রতিযোগিতায় যুক্ত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।

এবার দেশের নয়টি শহর থেকে দুই হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। সেখান থেকে শীর্ষ ১১০টি প্রকল্পের মধ্যে হাইব্রিড মডেলে শীর্ষ ৫০টি প্রকল্প নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) -তে এবং বাকি ৬০টি প্রকল্প নিয়ে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী হ্যাকাথন।

অনুষ্ঠানে বেসিস সভাপতি রাসেল টি আহমেদ, সহসভাপতি আবু দাউদ খান, পরিচালক এ কে এম আহমেদুল ইসলাম এবং নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২২–এর আহ্বায়ক ও বেসিস পরিচালক তানভীর হোসেন খান প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/আসমা/২০২২/১২০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮২

**বিশ্ব বসতি দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩ অক্টোবর ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘Mind the Gap. Leave No One and Place Behind’ যার ভাবার্থ ‘বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকার করি, সবার জন্য টেকসই নগর গড়ি’। কোভিড-১৯ মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতময় বিশ্ব- এ ত্রয়ী চ্যালেঞ্জের বিরূপ প্রভাব এবং দ্রুত নগরায়নের ফলে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলতেন। তাঁর সেই স্বপ্নের পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের গ্রাম ও শহরগুলো উন্নয়নের ধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা দক্ষিণ এশিয়াসহ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে সংঘাতময় বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি, যার কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী নিম্নআয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সরকার দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করছে, যা গোটা বিশ্বে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য দেশ গঠনে পরিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প নেই। পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে সরকার ঢাকা মহানগরীর জন্য ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২-৩৫ প্রণয়ন করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার পাশাপাশি উপজেলাভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬ এবং ১৮(ক) এর আলোকে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীকরণে সরকার নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। জাতির পিতার বৈষম্যহীন স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না’ সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে নিরলস প্রচেষ্টা চালাবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব বসতি দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/আসমা/২০২২/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮১

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৩ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্যতম অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার বহু পূর্বেই ১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন শিশুর সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া সমৃদ্ধ জাতি গঠনের ভিত্তি নির্মাণ সম্ভব নয়। আমাদের সরকার জাতির পিতার সেই অনুপ্রেরণায় উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১’, ‘শিশু আইন ২০১৩’, ‘বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭’ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদযাপন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার শিশুদের কল্যাণে এবং তাদেরকে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদন নিশ্চিত করতে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। শিশুদের বুকে বড় হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিতে হবে। এজন্য চাই সবার মিলিত প্রয়াস।

আমাদের শিশুরা এগিয়ে চলেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, কিন্তু কিছু সামাজিক কুপ্রথা শিশুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বাল্যবিবাহের ফাঁদে পড়ে মেয়েশিশু ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আগামী অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে। আইন হয়েছে বাল্যবিবাহ রোধে।

শুধু সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। শিশুর যাবতীয় অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন অত্যন্ত জরুরি। আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসহ সকল সচেতন নাগরিক এবং অভিভাবকদের প্রতি শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৮০

**বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ আশ্বিন (২ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৩ অক্টোবর ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ শুভক্ষণে আমি বিশ্বের সকল শিশুর প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, স্নেহ ও ভালোবাসা।

শিশুরাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। তাই বিশ্বকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে শিশুদের সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সুস্থ বিনোদনের বিকল্প নেই। আজকের শিশুরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠলে আগামী দিনের বিশ্বে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে। এ সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশুদের কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ১৯৮৯ সালে ঘোষিত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অনেক আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় ‘শিশু আইন ১৯৭৪’ প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর প্রতিভা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০’, ‘জাতীয় শিশু নীতি ২০১১’, ‘শিশু আইন ২০১৩’ এবং ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’। সরকারের এ সকল পদক্ষেপ শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলির উন্মেষ ঘটাতে হবে। আমি আশা করি, শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপনে গৃহীত কর্মসূচি শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশু স্নেহ, মমতা ও নিরাপদে বিকশিত হোক − বিশ্ব শিশু দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা। শিশুরা আরও ভালো থাকুক, নিরাপদ থাকুক এবং এগিয়ে যাক সুবর্ণ ভবিষ্যতের দিকে।

আমি ‘বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ডালিয়া/মাহমুদা/আসমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ